নগরবাসীর আপোষযোগ্য বিরোধ মিমাংসায়
‘নগর আদালত আইন’
এর প্রয়োজনীয়তা

১. ভূমিকা:

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, আদালতে মামলা নিস্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা, হয়রানী ও অর্থ ব্যয়ের কারণে জনসাধারণ সালিশযোগ্য/ আপোষযোগ্য বিরোধ স্থানীয় পর্যায়ে নিস্পত্তিতে বেশী আগ্রহী। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে জনগণের সালিশযোগ্য বিরোধ মীমাংসার জন্য আইনের আওতায় আধা-বিচারিক কাঠামো যেমন, গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর অধীনে ইউনিয়ন পরিষদে ‘গ্রাম আদালত’ এবং বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪ এর অধীনে পৌরসভায় ‘বিরোধ মীমাংসা বোর্ড’ রয়েছে। আইনী কাঠামো থাকার ফলে ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ের জনগণ তাদের মধ্যে সংঘটিত আপোষযোগ্য বিরোধ আদালতে না গিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ‘গ্রাম আদালত’ ও ‘পৌর বিরোধ মিমাংসা বোর্ড’ এর মাধ্যমে স্বল্প খরচে এবং হয়রানী মুক্ত পরিবেশে বিরোধ মিমাংসার সুযোগ পাচ্ছে, এর ফলে স্থানীয়ভাবে জনসাধারণের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায় মামলার ভার কমাতে সাহায্য করছে। কিন্তু সিটি কর্পোরেশন বসবাসরত জনসাধারণ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের ছোট খাটো বিরোধের জন্য আদালতে যেতে হয়। ফলে আদালতে মামলার জট দিন দিন অনেক বাড়ে যাচ্ছে।

২. নগরবাসীর বিরোধ মিমাংসা ও আদালতে বিদ্যামান মামলার জট:

দ্রুত নগরায়নের ফলে জনবসতির ঘনত্ব বেশী হওয়ায় নগরবাসীদের মধ্যে অপরাধ ও বিরোধ সংগঠনের প্রবনতা বেশী। নগরবাসীদের মধ্যে সংঘটিত সালিশযোগ্য/ আপোষযোগ্য বিরোধ স্থানীয় পর্যায়ে মীমাংসার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার মত কোন আইনী কাঠামো সিটি কর্পোরেশনে নেই। ফলে বিরোধ নিস্পত্তির জন্য নগরবাসীকে থানায় পুলিশের এবং প্রয়োজনে আদালতের কাছে যেতে হয়। আনুষ্ঠানিক আদালতে এসকল সালিশযোগ্য/ আপোষযোগ্য মামলা নিস্পত্তির জন্য কমপক্ষে ২ বছর-এর অধিক সময় অপেক্ষা করতে হয়। আবার এই ধরনের ছোট-খাটো বিরোধ বা মামলা থেকেই জন্ম নেয় বৃহত্তর বিরোধ, ফলে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি প্রতিপক্ষকে হয়রানির জন্য একাধিক মিথ্যা মামলা দায়ের করার অভিযোগও আছে। এভাবে আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাংলাদেশের আদালতগুলোতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৩৭ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯০৮টি মামলা বিচারাধীন আছে। মেট্রোপলিটন এলাকায় এই মামলার জট তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। আমাদের দেশে একজন বিচারকের বিপরীতে মামলার সংখ্যা প্রায় ১৮৮৩টি। প্রতি এক লক্ষ মানুষের জন্য বিচারকের সংখ্যা ০.৭৩ জন। ফলে আদালতে সালিশযোগ্য/ আপোষযোগ্য বিরোধ নিস্পত্তিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হওয়ায় নগরের বাসিন্দাদের আর্থিক ক্ষতি, হয়রানী ও বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সিটি কর্পোরেশনসমূহে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নাগরিক সেবার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিকভাবে বিরোধ নিস্পত্তিতে প্রতিনিয়ত ভূমিকা রাখছে। কিন্তু এই ভূমিকা কোন প্রতিষ্ঠানিক আইনী কাঠামোর আওতায় না থাকায় এ ধরনের বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তি কেন্দ্রীক স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব থাকে ফলে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয়। আইনের আওতায় বিরোধ নিস্পত্তির সুযোগ থাকলে নাগরিক অধিকার ও শহরে বসবাসরত নাগরিক সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সিটি কর্পোরেশন কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৩. বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তিতে সরকার এর গুরুতারোপ:

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা- গত ৪ নভেম্বর ২০২০ ঢাকার চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন "খুব অল্প সময়ে, অল্প খরচে ভোগান্তিমুক্ত ন্যায়বিচার প্রাপ্তি মানুষের অধিকার"। মামলার জট কমাতে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহামুদ হোসেন গত ৩০ জানুয়ারি ২০২০ কিশোরগঞ্জ জেলার আইনজীবীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে "বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির কোনো বিকল্প নাই" বলে উল্লেখ করেন। একইভাবে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক বিগত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ সরকারী আইনগত সেবা ও সুশাসন শক্তিশালীকরণ বিষয়ক সম্মেলনে বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিস্পত্তিতে জোর দিতে বিচারকসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তাই আমরা মনে করি সিটি কর্পোরেশনের আওতায় নগর আদালত গঠন করে বিকল্প পন্থায় আপোষযোগ্য বিরোধসমুহ নিস্পত্তি করতে পারলে প্রাতিষ্ঠানিক আদালতের মামলার জট কমবে, জনসাধারনের ভোগান্তি কমবে এবং সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা হবে।

৪. সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড ও জনসংখ্যা:

বর্তমানে দেশে মোট ১২টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে, এসকল সিটি কর্পোরেশনে মোট ৪৬৫টি ওয়ার্ড এবং জনসংখ্যা ১৬,০০৮,৬২৮ জন বসবাস করে।

ক্রমিক নং	সিটি কর্পোরেশনের নাম	ওয়ার্ড সংখ্যা	জনসংখ্যা
১	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর)	৫৪	৬১০,০০০০
২	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিন)	৭৫	৩,৮৮৩,৪২৩
৩	চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৪১	২,০৬৮,০৮২
৪	সিলেট সিটি কর্পোরেশন	২৭	৫২৬,৪১২
৫	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	৩০	২২৪,৩৮৯
৬	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	৩১	১০২,২০০
৭	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	২৭	৩৩৭,৫১৬
৮	গাজিপুর সিটি কর্পোরেশন	৫৭	৪০০,০০০
৯	ময়নসিংহ সিটি কর্পোরেশন	৩৩	৪৭১,৮৫৮
১০	রংপুর সিটি কর্পোরেশন	৩৩	৭৯৬,৫৫৬
১১	নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	২৭	৭০৯,৩৮১
১২	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	৩০	৩৮৮,৮১১
মোট		**৪৬৫**	**১৬,০০৮,৬২৮**

সিটি কর্পোরেশন-এ বসবাসরত মোট জনসংখ্যা প্রায় এক কোটি ষাঠ লক্ষ আট হাজার ছয়শত আঠাশ জন দেখা গেলেও এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি হবে। এই বিরাট সংখ্যাক জনগণের বিরোধ মিমাংসায় 'গ্রাম আদালত' বা 'পৌর আদালত' এর মতো কোন আইনী কাঠামো নাই। সিটি কর্পোরেশন-এর আওতায় আপোষযোগ্য বিরোধ নিস্পত্তির কোন ব্যবস্থা না থাকায় নগরবাসীদেরকে আপোষযোগ্য বিরোধ নিস্পত্তির জন্য পুলিশ ও প্রাতিষ্ঠানিক আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। ফলে নগরবাসী আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির মুখোমুখি হওয়ার পাশাপাশি ন্যায়বিচার থেকেও বঞ্চিত হয়। বিশেষকরে নগরে বসবাসরত দরিদ্রদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ একেবারেই সীমিত। নগরে বসবাসরত ব্যক্তিদের মধ্যে সংঘটিত আপোষযোগ্য ছোট-খাটো বিরোধ মিমাংসার ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। তাই সিটি কর্পোরেশনের আওতায় 'নগর আদালত' নামে বিরোধ মিমাংসায় একটি প্রতিষ্ঠানিক আইনী কাঠামো প্রণয়ন অতীব জরুরী। প্রস্তাবিত এ আইনটির শিরোনাম 'নগর আদালত আইন' হতে পারে।

৫. এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা:

জাতিসংঘ স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এস,ডি,জি) নির্ধারণ করেছে। এতে মোট ১৭টি স্থায়ীত্বশীল লক্ষ্যের অধীনে ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভূক্ত আছে। জাতিসংঘ ঘোষিত ১৬ নং উন্নয়ন অভীষ্ট এ 'শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম' করার কথা বলা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনসমূহে 'নগর আদালত' চালু হলে তা শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলনে সহায়তা এবং নগরে বসবাসরত জনসাধারনের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম হবে।

৬. উপসংহার ও সুনিদিষ্ট সুপারিশ:

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত মানুষের দৈনন্দিন আপোষ্যযোগ্য বিরোধ মিমাংসার জন্য অনানুষ্ঠানিক আদালতের দ্বারস্থ হওয়ায় এবং সিটি কর্পোরেরশন/ ওয়ার্ড কাউন্সিলর-এর বিরোধ নিস্পত্তির জন্য কোন আইনী কাঠামো না থাকায়, জনসাধারণের আর্থিক ক্ষতি, হয়রানি, পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হচ্ছে।

এ প্রেক্ষিতে সুনিদিষ্ট সুপারিশ হলো: নগরে বসবাসরত জনসাধারনের আপোষযোগ্য বিরোধ মিমাংসার জন্য সিটি কর্পোরেশনের আওতায় একটি আইনী কাঠামো ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক।

- এই আইনী কাঠামো গড়ে তোলার জন্য " নগর আদালত আইন" শিরোনামে একটি আইন তৈরির সুপারিশ করছি।
- এপ্রেক্ষিতে, ইতিমধ্যে আমরা একটি খসড়া "নগর আদালত আইন" আলোচনার জন্য তৈরি করেছি। এই খসড়া আইনটি এদতসঙ্গে আপনাদের মতামতের জন্য সংযুক্ত করা হলো।

উদ্যোক্তা সংগঠন: মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন

সহ-উদ্যোক্তা সংগঠন: বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্ট (ব্লাস্ট), নাগরিক উদ্যোগ, সিটিজেনস প্লাটফর্ম ফর এসডিজিস, বাংলাদেশ।

যোগাযোগ: খান মো: শহীদ, প্রধান সমন্বয়ক, মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন, মাদারীপুর
ফোন: ০১৭১৫২০২৯১৯, ইমেইল: kmshahid57@gmail.com